# পুজো দিয়ে প্রচারে তপন দাশগুপ্ত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, সপ্তগ্রাম ঃ** হুগলির সপ্তগ্রাম বিধানসভার সেনেটে বিশালাক্ষী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করলেন হুগলির জেলা তৃণমূল সভাপতি তপন দাশগুপ্ত। এদিন গোস্বামী মালিপাড়া পঞ্চায়েতের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের নিয়ে সেনেটের বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজো দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালান মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। এদিন মন্ত্রী পুজো দিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আজকে তিনি সপ্তগ্রাম বিধানসভার সেনেটের প্রার্থীদের নিয়ে প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। তিনি বলেন, মায়ের কাছে প্রার্থনা করলাম গত সাড়ে ৬ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বাংলার উন্নয়ন করেছেন, বাংলার যে পরিবর্তন করেছেন তাতে তিনি যেন জয়ী হন। বাংলার মানুষ যেন তাঁকে আশীর্বাদ করে। তপনবাবু বলেন, ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদের ৫০টি আসনের মধ্যে ১৩টি, ৮টি পঞ্চায়েত সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। তাঁর আশা, হুগলি জেলা তৃণমূলের ফল আশানুরূপ ভাল হবে। হুগলি জেলা বিরোধী শূন্য হবে। কারণ মানুষ তাঁদের পাশে আছেন। পাশাপাশি বিরোধীদের সন্ত্রাস নিয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গ অস্বীকার করে বলেন, হুগলিতে সবকিছুই শান্তিপূর্ণ রয়েছে। গত পাঁচ বছর ধরে মানুষের পাশে আমাদের কর্মীরা রয়েছেন। মানুষও সেটা উন্নয়ন দিয়ে অনুভব করেন। তাই হুগলি জেলায় এবার বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গঠন করবে তৃণমূল।

## তারকেশ্বরে তৃণমূল প্রার্থীর বাড়িতে হামলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ** হুগলির তারকেশ্বর থানার চাঁপাডাঙ্গার ১২৬নং বুথে তৃণমূল প্রার্থী ছায়ারানী ঘোষের প্রস্তাবক তন্ময় পাত্রের বাড়িতে ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী বন্দনা মাইতির বাড়িতে হামলার অভিযোগে পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করল। অভিযোগ, শনিবার রাতে নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে কিছু মানুষ তৃণমূলের দলীয় প্রার্থী ও প্রস্তাবকের বাড়িতে হামলা চালায়। প্রস্তাবকের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ধরে বলে অভিযোগ। চাঁপাডাঙ্গা এলাকায় তৃণমূলে টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বালিগোড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী সোমা পাত্রের অনুগামীরা বাড়ি তে হামলার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সন্ধ্যায় ও রবিবার দুপুরে। দুদফায় হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয় সেখ সিদ্দিক আলির বাড়িতে। ভাঙচুর করা হয় বাড়ির কিছু অংশ। এই ঘটনায় সিদ্দিক আলি তারকেশ্বর থানায় ৬ জনের নাম অভিযোগ দায়ের করেছেন।

## মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার

# আরামবাগের যুবতীর মানবিক মুখ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ** মানবিক দৃষ্টান্তের নজির তৈরি করলেন মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করা এক যুবতী। মানসিক ভারসাম্যহীন অবাঙালি এক ভবঘুরে মহিলাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়ে তাঁর মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করলেন। ওই যুবতীর নাম সুমনা মণ্ডল। সম্প্রতি তিনি বায়োকেমিস্ট্রিতে মাস্টার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর বাড়ি হুগলির আরামবাগ শহরের লিংকরোড এলাকায়। রবিবার সকালে তিনি দেখেন লিংকরোড এলাকাতেই এক অবাঙালি মহিলা নগ্নপ্রায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন। বিষয়টি দেখে তিনি মর্মাহত হন। তখন তিনি ওই মহিলাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। প্রথমে ওই মহিলাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। তার পর তিনি নিজের একটি চুড়িদার তাকে পরিয়ে দেন। এরপর তাকে মুড়ি খেতে দিলে ওই মহিলা তা খেতে চায়নি। কি করবেন বুঝতে না পেরে তিনি বিষয়টি জানান তাঁর পরিচিত আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষকে। বিজয়বাবু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর বাড়িতে পৌঁছান। এরপর ওই মহিলাকে সুমনা ভাত খেতে দেন। তখন ওই মহিলা পেটপুরে ভাত খায়। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বিজয়বাবু ও সুমনা উভয়ে মিলে ওই মহিলাকে আরামবাগ থানায় নিয়ে যান। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দীও। ওই মহিলাকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করা হয়। কিন্তু এই হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা না থাকায় সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এরপর তাঁরা বিষয়টি জানান, আরামবাগ মহকুমাশাসক প্রীতি গোয়েলকে। জানা গেছে, এরপরেই মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ওই মহিলাকে কোনও হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পৌরপ্রধান থেকে পুলিশ কর্তা সকলেই সুমনার এই সু-উদ্যোগের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি বিজয়বাবু ও সুমনা আরামবাগ থানার আই সি শান্তনু মিত্র, আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী এবং মহকুমাশাসক প্রীতি গোয়েলের সহযোগিতার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানান।

## বুদ্ধপূর্ণিমায় বাবা তারকনাথের মন্দিরে ভক্তদের ঢল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ** বুদ্ধপূর্ণিমা, গন্ধেশ্বরী পুজো ও শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলযাত্রা উপলক্ষ্যে হুগলির তারকেশ্বর বাবা তারকনাথ মন্দিরে হাজার হাজার জলযাত্রীর আগমন ঘটল। এদিন দেখা যায় মন্দির চত্বরে জল ঢালার জন্য রাত ২টো থেকে যাত্রীরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন। মন্দির খোলার পর জল ঢেলে ভক্তরা পুণ্য অর্জন করেন। এই উপলক্ষ্যে এদিন মন্দির চত্বরে বিশেষ পুলিশি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়।

## সত্যনারায়ণ পুজো ও হরিবাসর

**নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ** হুগলির পুরশুড়ার ভাঙামোড়া নাইন স্টার ক্লাবের উদ্যোগে স্থানীয় সত্যনারায়ণতলায় সার্বজনীন সত্যনারায়ণ পুজো উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে রবিবার সারাদিন ব্যাপী পুজোপাঠ হয়। আজ সোমবার অনুষ্ঠিত হবে রক্তদান শিবির। এছাড়াও মঙ্গলবার থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বুধবার রয়েছে নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা। এদিনই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। পুজো কমিটির সম্পাদক পরিমল রাম জানান, এবছর এই পুজো ৫০তম বছরে পড়েছে।

ফলে এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক বেশি। অন্যদিকে এদিন ভাঙামোড়া বাজারপাড়ায় প্রতিবছরের মতো এবছরও হরিবাসর অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়।

## পথ দুর্ঘটনায় মৃত যুবক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ** মানুষের গতি বেড়েছে, সুন্দর রাস্তাঘাটে যানবাহনের গতি বেড়েছে। সংখ্যা বেড়েছে যানবাহনের। প্রতি মোড়ে মোড়ে রয়েছে পুলিশের নজরদারির ব্যবস্থা। তার পরেও দিন দিন দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। আবারও এরকম এক দুর্ঘটনা ঘটল হুগলির গোঘাটের বকুলতলায়। আর এর জেরে প্রাণ গেল এক যুবকের। মৃতের নাম নবকুমার সিং (৩০)। বাড়ি গোঘাটের সিংপাড়ায়। তিনি পেশায় রঙ মিস্ত্রি ছিলেন। জানা গেছে, শনিবার রাতে তিনি একটি বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। রাতে যখন ফিরছিলেন তখনই আরামবাগ-কামারপুকুর সড়কের উপর বকুলতলার কাছে কোনও অজানা গাড়ি তাঁর সাইকেলে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ ভোরের দিকে তাঁকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

# চন্দননগরে গণেশজননী পুজো

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ** রবিবার থেকে চারদিন ব্যাপী গণেশজননী পুজো শুরু হল হুগলির চন্দননগরের কাছারি ঘাটে। এই পুজো ঘিরে এলাকায় অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়। এই উপলক্ষ্যে চারদিন পুজোপাঠ ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুজো কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গণেশজননী পুজো একসময় চন্দননগরের বেশকিছু সোনা ব্যবসায়ী শুরু করেছিলেন। ৮৮ বছর ধরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দুর্গাপুজোর মতোই এই পুজোর আচার অনুষ্ঠান। প্রতিমার বিশেষ আকর্ষণ হল মায়ের কোলে গণেশ। তাই একে গণেশজননী পুজো বলা হয়। এই পুজো দেখতে এখানে দূর দূরান্ত থেকেও ভক্তরা ভিড় করেন।

## বাস দুর্ঘটনায় জখম শিশুর মৃত্যু

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ** বাস দুর্ঘটনায় জখম শিশুর মৃত্যু হল হাসপাতালে। মৃতের নাম হিমাল বুরু মুর্মু। বয়স ২ বছর। বাড়ি বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থানার বাঁকাদলি গ্রামে। উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে পুরশুড়ায় লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ২০জন বাসযাত্রী জখম হয়েছিলেন। তাঁদের কয়েকজন আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হিমাল রাতে মারা যায়।

**হুগলির চণ্ডীতলা ১নং মণ্ডলের উদ্যোগে বিজেপির নির্বাচনীসভায় কেন্দ্রীয় নেতা রাহুল সিনহা, সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ভাস্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।**

## জোড়া সন্দেশে আনন্দময়ী কালীপুজো

**নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ** হুগলির চন্দননগর শহরে প্রায় ৩০০ বছরের উপর বুদ্ধিপূর্ণিমায় জোড়া সন্দেশে আনন্দময়ী কালীপুজো হয়ে আসছে। স্থানীয় বারাসত ঘটকপাড়ার কালীতলা মন্দিরে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, প্রায় ৩০০ বছর আগে ঘটক পরিবারের সদস্যরা এই পুজো শুরু করেছিলেন। বর্তমানে এই জোড়া সন্দেশ আনন্দময়ী কালীপুজোয় ঘটক পরিবারের নানা অসুবিধা দেখা দেয়। তাই তাঁরা পুজোর দায়িত্ব মুখোপাধ্যায় পরিবারের বড় ছেলে শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন। গত কয়েক বছর ধরে শ্যামলবাবু এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন। তিনি জানালেন, আনন্দময়ী মায়ের পুজো প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল। তাই আমাকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়। তারপর থেকেই বৌদ্ধ পূর্ণিমার দিন জোড়া সন্দেশ দিয়ে এই পুজো শুরু হয়। কয়েক হাজার ভক্ত মনবাসনা পূর্ণের জন্য এখানে চারদিন ধরে পুজো দিয়ে যান।

প্রথা মেনে এখনও বলি চালু আছে। এছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে আসা ভক্তদেরকেও প্রসাদ বিলি করা হয়। শ্যামলবাবু জানান, আগামী বছর থেকে গরিব মানুষদের বস্ত্রদানের ইচ্ছা রয়েছে।

# শিয়াখালায় জোর কদমে প্রচারে সুবীর মুখার্জী

**নিজস্ব সংবাদদাতা, শিয়াখালা ঃ** হুগলির শিয়াখালা পঞ্চায়েতের গড়েরবাগান এলাকায় প্রচার করলেন হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের ২২নং আসনের প্রার্থী সুবীর মুখার্জী। শনিবার সকালে ও বিকালে কখনো সাইকেল করে আবার কখনও বা পায়ে হেঁটে গ্রামের লোকজনদের মধ্যে হাত জোড় করে বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে, ছোটদের সঙ্গে খেলার ছলে এভাবেই মিলিত হলেন। একই কথা গ্রামের লোকজনদের কাছে বলতে শোনা গেল প্রার্থী সুবীর মুখোপাধ্যায়কে, আপনাদের সাথেও পাশে আছি। এবার আমি জেলা পরিষদের প্রার্থী। আপনারা আপনাদের ভোট আমাকে দিয়ে গ্রামের উন্নয়নের কাজ করতে সাহায্য করবেন। এদিন সকালে প্রচারের মধ্যে দেখা গেল বয়স্ক মহিলা থেকে বয়স্ক মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। এই অভিনব প্রচারে সামিল হয়ে থাকেন প্রাক্তন ও বর্তমান তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা।

# খানাকুলে গৃহবধূ অপহরণে ধৃত যুবক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ** বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক গৃহবধূকে ফুসলিয়ে অপহরণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে কলকাতার মহেশতলা এলাকা থেকে পুলিশ ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সেই সঙ্গে অপহৃত ওই গৃহবধূকেও পুলিশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম গোলাম পীর দরগাই। তার বাড়ি খানাকুলের হীরাপুর গ্রামে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারেন বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই খানাকুলের নাঙ্গুলপাড়ার বাসিন্দা ওই গৃহবধূর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল অভিযুক্ত যুবক। এরপর ২০১৬সালের অক্টোবর মাসে ওই গৃহবধূকে নিয়ে সে চম্পট দেয়। ঘটনার পর ওই গৃহবধূর স্বামী খানাকুল থানায় অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রায় ২ বছর গা ঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত।

অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার খানাকুল থানার পুলিশ কলকাতার মহেশতলা এলাকায় হানা দেয়। সেখান থেকেই ওই গৃহবধূকে উদ্ধার ও অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

# প্রার্থী বদল ঃ দেওয়ালে নাম লিখেও মোছা হচ্ছে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ** তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে দেওয়াল লেখা হয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় দলীয় প্রার্থী হতে পারলেন না গত পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী বহু তৃণমূল প্রার্থী। সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত বাগডাঙা ছিন্নামোড় পঞ্চায়েতে এমনই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। যদিও এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দলের কর্মীদের একাংশের দাবি এখানে দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চেয়েও দুর্নীতিটাই প্রধান হওয়ায় প্রার্থী বদল হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের দাবি, এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্তদের বেচারামবাবু আড়াল করার চেষ্টা করলেও গ্রামবাসীরা বেঁকে বসায় ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ যাওয়ায় এবং গ্রাম জুড়ে তাঁদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ায় শেষ পর্যন্ত প্রার্থী বদল হয়েছে। যদিও এই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা ভেবেছিলেন এবারেও বেচারামবাবুর দয়ায় হয়তো টিকিট পাবেন। তাই দলীয় প্রতীক পাওয়ার আগে থেকেই তাঁরা নিজেদের নামে দেওয়াল লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে এবার সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতিতে বাগডাঙ্গা ছিন্নামোড় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়ানো দশরথ সিংহরায় বলেন, তাঁর আগে এই আসনে অদ্বৈত দাসের নাম তৃণমূলের প্রতীকে দেওয়াল লেখা হয়ে গেলেও দল তাঁকে প্রার্থী করায় এখন সেই জায়গায় তাঁর নাম লেখা হচ্ছে। তাঁর দাবি, দলের শীর্ষ নেতারা মনে করেছেন তাঁকে প্রার্থী করলে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে বা আরও ভালো হবে তাই তাঁকে দলীয় জোড়া ফুল প্রতীক দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, সবাই জানেন এলাকায় রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও বেচারাম মান্না দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কথা। যদিও তিনি তা নিয়ে এর বেশি আর কিছু বলতে চান না। তাঁর কথায়, কে আগে কি পরে দেওয়াল লিখছে তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। তিনি দলের প্রতীক পেয়েছেন তাই দেওয়াল লিখছেন। পাশাপাশি দশরথবাবুর দাবি, তৃণমূল দলে দুর্নীতিগ্রস্তদের কোনও জায়গা নেই। তাই দলের ও প্রার্থীর স্বচ্ছতার কথা মাথায় রেখেই দল তাঁকে প্রতীক দিয়েছে। এমনকি তিনি তাঁর দলের এই আসনেই প্রার্থী হলেও এবারে দলীয় প্রতীক না পাওয়া প্রার্থী যে দুর্নীতিগ্রস্ত তা সরাসরি অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েতের টেন্ডার চুরি করে পুকুর ভরাট নানা দুর্নীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এলাকায় সর্বত্র পোস্টারও মারে গ্রামবাসীরা। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দলীয় কর্মীদেরও একাংশের দাবি, কেউ কেউ নানাভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এলাকার বিডিও এবং দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছেও লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। এবিষয়ে দলীয় কর্মী শুভাশিস সিংহরায় বলেন, রাস্তার আলো থেকে গাছ, পুকুর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে। যেমন আলো পিছু ১১৬০ টাকা করে টেন্ডার থাকলেও সেই টেন্ডার নিজের লোক দিয়ে কাজ করানো হয়েছে। আর সেখানে আলো পিছু খুব বেশি হলে ৩০০ টাকা করে খরচও হয়নি বলে তাঁর দাবি। পাশাপাশি তিনি বলেন, বামেদের পর প্রায় ২০ বছর ধরে এই এলাকায় তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলেও রাস্তার কোনও কাজ না করে হয়নি। যেখানে ঢালাই রাস্তা করার কথা সেখানে মোরাম রাস্তা করে টাকা চুরি করা হয়েছে। আর এই কারনেই দলের শীর্ষ নেতারা সব দিক বিবেচনা করে দশরথ সিংহরায়কে দলীয় প্রতীক দিয়েছে। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দা অশোকবাবুর দাবি, একজনের নামে দেওয়াল লেখার পর আবার সেখানে অন্যজনের নামে দেওয়াল লেখা হচ্ছে মানে দলের সংগঠন ঠিক নেই। তাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, আগেও কিছু হয়নি, এখনও কিছু হচ্ছে না। তাই তিনি বহুদিন আগে থেকেই এই নোংরামোর জন্য ভোট দেওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন। অপরদিকে স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত কোলে বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত দলের তরফে কাউকে প্রতীক দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর নিজের নামে দলের প্রতীক দিয়ে দেওয়াল লেখার অধিকার নেই। তাই যাঁরা দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙে এই কাজ করেছেন তাঁরা খুবই অন্যায় কাজ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, গ্রাম সভার প্রার্থী হিসাবে মুনমুন ঘোষের নামে দেওয়াল লেখা হলেও তিনিও দলীয় প্রতীক পাননি। তাঁর আরও দাবি, আসলে তৃণমূল দলে তাঁদেরই প্রার্থী করা হয়েছে যাঁরা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক। আর সেই কারনেই এদিন দলীয় প্রতীক পাওয়ার পরেই এলাকার দেওয়ালে আগে যাঁর তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে নাম লেখা হয়েছিল তাঁদের নাম মুছে প্রকৃত দলীয় প্রতীক পাওয়া প্রার্থীদের নাম লেখা হচ্ছে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

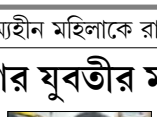

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।